লিখন তোমার

প্রবুদ্ধ বাগচী

এই মুহূর্তে টিভির সুইচ অন করলেই সারি সারি দেশি-বিদেশি চ্যানেলের সমারোহ। কাকে ছেড়ে কাকে দেখি তা নিয়ে রীতিমতো সমস্যায় পড়তে হয়। যদিও তার বেশির ভাগেই ছাই পাঁশ সিরিয়াল আর কিম্ভুত নাচ গান আর শরীর প্রদর্শনের হুজুগ যাতে খুবপরিশীলিত চির ঐতিহ্য অনুগত আমার আপনার সহজাত অনীহা। কে জানে, কেন আমরা এখনো এই ঝিায়নজাত বিনোদনের রামধনু উৎসবের শরিক হতে পারিনি -------- সবার রং এ রং মেশাতে না পারার এই ব্যর্থতা আমাদের পিছুপিছু ফেরে। তবু মাঝে মাঝে সামান্য অবসরের ফাঁকে টিভির চ্যানেল ঘোরাই, এখনো যা অনুষ্ঠ ান হয় টয় তার সবটুকুই বর্জ্য নয় এমন এক প্রতীতিতে আস্থা রাখি, আস্থা রাখি বলেই হয়তো কদাচিৎ পছন্দসই অনুষ্ঠানে চোখ আটকে যায়। বলতে দ্বিধা নেই সেরকমই এক প্রচারের সামনে সেদিন আমি।কিম্বদন্তী রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়ক সুবিনয় র ায় সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন টিভির পরদায়। বিরল অনুষ্ঠান, বিরল সৌভাগ্য আমাদের মতো তাঁরমুগ্ধশ্রোতাদের। একথা সেকথার ফাঁকে ফাঁকে নানান গুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গের উত্থাপন, সুবিনয় রায় বলছেন আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছি। সাক্ষাৎকার পর্ব চলতে চলতেই উঠল একটা অন্য প্রসঙ্গ। সাক্ষাতকার গ্রহণকারীরা সাংবাদিকদের জিজ্ঞাসা করলেন সুবিনয় রায় এর আত্মস্মৃতির কথা, তিনি কি লিখেছেন কখনো, ভেবেছেন কি? প্রশ্নের সামনে কিঞ্চিৎ অসহায় দেখাল প্রবীন শিল্পীকে। হ্যাঁ, এরকম একসংক্ষিপ্ত লেখা লিখেছিলেন তিনি কোনো এক নামী পত্রিকার বিশেষ কোনো সংখ্যায়, সে অনেকদিন আগে। অ াজ আর সে লেখা খুঁজেপাওয়া সহজ নয়। কালের স্বাভাবিক নিয়মেই সে রচনা হারিয়ে গেছে বিস্মৃতির গভীরে। কিন্তু কী ছিল সেই লেখায়? কিম্বদন্তী শিল্পী, যিনি এত দীর্ঘদিন ধরে গান গাইছেন, তাঁর লেখায় স্বভাবতই থাকতে পারে তাঁর অভিজ্ঞতার নির্যাস, আর অবশ্যই সে কথাবলায় আছে রবীন্দ্রনাথের গানের গায়নরীতিকে ঘিরে নানান সমস্যা ও সম্ভাবন ার প্রাপ্তি। কিন্তু হায় কোথায় পাওয়া যাবে সে মুদ্রিত অক্ষরগুলিকে যার অর্ন্তগত হয়ে আছে অনেক জরি ভাবনার সূত্র -- ----- 'লিখন তোমার ধূলায় হয়েছে ধূলি'

টিভির অনুষ্ঠান -এর ফাঁকে অনিবার্য কমার্শিয়াল ব্রেক আর আমার মতো দর্শক স্থানু হয়ে বসে থাকি ঐ লিখিত অক্ষরগুলি পড়ে ফেলার তৃষ্ণায়। ক্রমশ জড়ো হতে থাকে কিছু ভিন্নতর ভাবনার আকর।

আবারও এক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা। উত্তর কলকাতার এক প্রাচীন গ্রন্থাগারে আমার নিয়মিত যাতায়াত, নয় নয় করে সেই প্রতিষ্ঠানের বয়স একশ কুড়ি ছুঁই ছুঁই, প্রচুর দুষ্প্রাপ্য বই ও সমস্ত রকমের বই এর বিপুল সংগ্রহ সেই গ্রন্থাগ ারের বিশেষ আকর্ষণ।ক্যাটালগ ওল্টাতে ওল্টাতে সেখানে পেয়ে গিয়েছিলাম শ্রী পঙ্কজ কুমার মল্লিক, শ্রী জগন্ময় মিত্র এবং বিস্মৃতপ্রায় রবীন্দ্রসঙ্গীতশিল্পী ও একসময়ে গ্রামোফোন কোম্পানীর দিকপাল কর্তা শ্রী সন্তোষ সেনগুপ্তর অ াত্মস্মৃতিমূলক তিনটি বই -এর হদিশ। আমার ইতিপূর্বে জানাছিলনা এঁরা কেউ এধরণের লেখা লিখেছেন যা বই আকারে প্রকাশিত। বই তিনটির সন্ধান করি গ্রন্থাগারের কর্মীর কাছে খানিকক্ষন এদিক ওদিক খোঁজাখুঁজির পর তিনি জানান, না ঐ বই এর কোনোটাই এক্ষুনি পাওয়া যাচ্ছে না।

— কেউ কি পড়তে নিয়েছে তবে?

— না আসলে ওই গত দশ বছরে কেউ ইস্যু করিয়েছেন কি না সন্দেহ। তাই এত বই এর ভিড়ে কোথায় পড়ে রয়েছে খুঁজে পাওয়া সহজ নয়।

— তাহলে যে ক্যাটালগে তোলা রয়েছে।

— হ্যাঁ, বইগুলো কেনা হয়েছিল এক সময় তাই আমাদের হিসেবে আমরা রেখেছি, আর ক্যাটালগে তোলা রয়েছে বলেই এই নয় যে চাইলেই পাবেন। হয়তো বইগুলোর কন্ডিশন খারাপ, বাইন্ডিং এ যেতে পারে .....

যাক আমি একটা ব্যাপারে আশ্বস্ত হই যে গত বেশ কয়েকটা বছরে (যদি ধরেই নি দশ বছরটা বাড়িয়ে বলা) এই বইগুলো কারোর প্রয়োজনে আসেনি। বইগুলি যাঁরা লিখেছেন, মানতে অসুবিধা হবার কথা নেই তাঁরা বাংলাগানের একেকটা যুগের প্রতিনিধি, কিন্তু তাঁদের কথা, তাঁদের সময়ের কথা শুনতে আমাদের রয়েই গেছে।

পাশাপাশি দুটো অভিজ্ঞতা থেকে পাঠক মিলিয়ে নিয়ে পারবেন আসলে কোন প্রসঙ্গটাকে আমি ছুঁতে চাইছি। সুবিনয় রায় এর মতো শিল্পীর আত্মঅভিজ্ঞতা যেমন সংহতভাবে ধরে রাখার কোনো ব্যবস্থা আমরা করতে অপরাগ, অন্যদিকে যাঁরা জীবৎকালে কোনক্রমে তাঁদের অভিজ্ঞতাকে মুদ্রিত করার ব্যবস্থা করতে পারলেন, তাঁদের কথাও উত্তরপ্রজন্মের কাছে পৌঁছানোর কোনো বাস্তব বন্দোবস্ত নেই। ব্যক্তিগতভাবে কলেজস্ট্রীটের বইপাড়ায় খোঁজ নিয়ে দেখেছি ওই বইগুলি বাজারে অমিল। অধিকাংশ পুস্তকবিক্রেতা জানেন ই না এরকম কোনো বই প্রকাশিত হয়েছিল বলে! তাহলে?

আমাদের প্রাণের গান, এই বাংলা গানের কোনো প্রামান্য ইতিহাস নেই আজও। আমাদের বাংলা কবিতার নির্দিষ্ট ..... ইতিহাস আছে, আছে উপন্যাস ও অন্য গদ্যধামের ইতিহাস, আছে নাটক কিংবা চলচ্চিত্রেরও সে সব ইতিহাস ঝিবিদ্যালয়ে ছড়ানো হয়, ছাত্রদের সে সব জানতে হয়, মুখস্থ করতে হয়, পরীক্ষায় নম্বর পেতে হয়, অথচ বাংলা গান, তার কোনো ইতিহাস কখনো সেভাবে সুগঠিত নয়। ইতিহাস সে তো কোনো একক প্রতিভার শ্রম-স্বেদের ব্যাপার নয়, এক ধারাবাহিক অন্বেষণের বিষয়, যার উৎপাদন সূত্র ধরে একটু একটু করে এগিয়ে যেতে হয় --- কিন্তু আজ যদি কেউ ভাবতেও চান এই সম্ভাবনাটি ধরে তার সামনেও কি খুব পথের হাতছানি আছে? তিনি কোথায় পাবেন সে ইতিহাসের উপাদান?

কেউ প্রশ্ন করতেই পারেন, কীভাবে রচিত হতে পারে এই প্রামান্য ইতিহাস? সে দূর গ্রামে মফস্বলে যে ছড়িয়ে থাকা অজস্রলোকগানের উপাদান থাকে তাকে কীভাবে ঢুকিয়ে দেওয়া যাবে এই ইতিহাসে? সংগত প্রশ্ন। বাংলাগান মানে সমস্ত শাখাপ্রশাখা নিয়ে একটা বড় মহীহ। কিন্তু বাংলা সাহিত্য মানেও কি তাই নয়! আর এই বিশাল প্রেক্ষিতকে মাথায় রেখেই তো সে লুকিয়ে থাকা চর্যাপদের সন্ধ্যাভাষা কিংবা বাংলার গ্রামে-গ্রামান্তরে ছড়িয়ে থাকা মঙ্গলকাব্যগুলিকে বা পূর্ববঙ্গের মৈমনসিংহগীতিকার মতো লুপ্ত লৌকিক সাহিত্যকে আমরা অর্ন্তগত করে নিতে পেরেছি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে, তবে কেন গানের ক্ষেত্রে আমাদের জড়তা আর উদ্যমহীনতা? অবশ্য সম্পূর্ণভাবে নিদ্যমের কথা বললে অমৃতভাষণ হবে, বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কিছু উদ্যোগ যে হয়নি তা নয়, তবে সেক্ষেত্রে অনিবার্য যা হবার তাই হয়েছে অর্থাৎ একটা জায়গায় গিয়ে সেগুলি থেমে গেছে, ফলে আদপে যে অধরা ইতিহাস তার কোনো সুরাহা হয়নি ---- আবিষ্কৃত হবার অপেক্ষায় আজও অহল্যার প্রতীক।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইতিহাস মানে তো কোনো জন্মসাল তারিখের ঠিকুজিকুষ্ঠি নয়, ইতিহাসের মূল উপজীব্য মানুষ। আর তাই বাংলাগানের অলিখিত ইতিহাসের আড়ালে চাপা পড়ে আছে অসংখ্য মানুষের প্রেম আর সৃষ্টিশীলতার ইতিহাস। অথচ ঠিক এই মুহূর্তে বাংলাগান নিয়ে একটা সাড়াজাগানো উন্মাদনা আমাদের চারপাশে। গত কয়েকটা বছরে চোখের ওপর অনেকের ই হঠাৎ গায়ক বনে যাওয়া, রীতিমনো ঈর্ষণীয় খ্যাতির হাত ধরে সেলিব্রিটি হয়ে ওঠা। রকমারি ক্যাসেট কোম্পানীর উত্থান ও বিকাশ। বাঙালি মধ্যবিত্তের মননে হঠাৎই একটা আঁকড়ে ধরার মতো কিছু পাওয়া। এর কোনোটাকেই নাকচ করতে চাইনা, কিন্তু পাশাপাশি যদি প্রশ্ন তুলি, নবজাগরণের ছোঁয়াচলাগা ঊনবিংশ শতকের ধর্মসংস্কার আন্দোলনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে জনপ্রিয় ব্রহ্মসঙ্গীত রচয়িতা ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালকে আমরা ভুলে গেলাম কেন? কেন ভুলে গেলাম গত শতকের মাঝামাঝি সময়ের গায়িকা যুথিকা রায় বা ইলা বসুকে বা এই সময়ের অসংখ্য গায়ক-গায়িকাদের, সুরকারদের? কেন আমরা স্মরণে রাখিনা মোহিনী চৌধুরীর মতো গীতিকারদের, কেন আমাদের মনে পড়েনা জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র - কে, এমনকি শঙ্খচিল ব্যালাড রচয়িতা হেমাঙ্গ ঝিাস-কে? কেন রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়ে এই জমজমাট বাণিজ্যের যুগে রাজ্ঞেরী দত্তের মতো গায়িকার মাত্র একটি অ্যালবাম থাকে? অথবা প্রবীণা গীতা ঘটকের প্রথম গানের ক্যাসেটটি প্রকাশ পায় মাত্র দুবছর আগে, তাও এক ক্যাসেট কোম্পানী থেকে। বাঙালি মধ্যবিত্তের প্রবল সঙ্গীতপ্রীতি ও সঙ্গীতমনস্কতা এই জরী প্রশ্নগুলোকে নিয়ে কখনো ভাবতে চেয়েছে?

পাশাপাশি আরও দুএকটি প্রসঙ্গের বিনীত উপস্থাপনা করতে চাই। গত সাত-আট বছর ধরে বাঙলা গানে নতুন আধুনিকতার যে প্রানপ্রতিষ্ঠা হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে যে ধোঁয়া ওঠা বিতর্ক তাতে একটা বড় মাপের ইন্ধন জুগিয়েছে বৃহৎগোষ্ঠী পরিচালিত দৈনিক সংবাদপত্রগুলি। এই প্রথম আমরা দেখলাম, বাঙলা গান নিয়ে মিডিয়া সরাসরি মাথা ঘাম

ানো আরম্ভ করল। আশা করা গিয়েছিল, এটা একটা স্বাস্থ্যকর দিক উন্মোচিত করবে, কারন গান নিয়ে সমালোচনা বা মূল্যায়ণের ভাষা ঠিক ততখানি সমৃদ্ধি ছিলনা, যতখানি সমৃদ্ধ ছিল সাহিত্যসমালোচনার ভাষা ও ভঙ্গিমা। কিন্তু ঘটল এর উল্টোটাই। দৈনিক কাগজের প্রতিবেদনগুলি পরিচালিত হল বাংলাগানের প্রতি আত্রমন শানানোর লক্ষ্যে অথবা কিছু ব্যক্তিবিশেষকে আলোকিত করার অভিপ্রায়ে, দুটোর কোনোটার মধ্যেই গানের বিচারের কোনো প্রয়াস নেই, ফলে অ াদপে যা হল তা গোটা বিষয়কে ধোঁয়াশাভরা অর্থহীন কাগুজে বিতর্কে আচ্ছন্ন করে রাশিকৃত নিউজপ্রিন্টের অপচয়। অন্যদিকে যদি সত্যিই নতুন গান নিয়ে এসব দৈনিকপত্রের সম্পাদকদের ... অবেগ কাজ করত তবে সংস্কৃতিপৃষ্ঠার এক কলমের মধ্যে ছবিসহ চারটি ক্যাসেটের সমালোচনা প্রকাশ করার আগে তাঁরা নতুন করে ভাবতেন, ভাবেন নি। ফলে নতুন পুরোন সব গানের জন্যই তাদের দায়সারা বরাদ্দ ওই নির্দিষ্ট জায়গার থেকে কিছুতেই ছাড়েনি। কিন্তু এই সময়ের পরিসীমায় হঠাৎ করে পুরষ্কার পাওয়া কোনো কবিতা-গ্রন্থ বা উপন্যাস নিয়ে তাঁরা বিশিষ্ট লেখককে দিয়ে উত্তর-সম্প াদকীয় নিবন্ধ লিখিয়েছেন, আলাদা করে সেই গ্রন্থকে সমালোচনা করেছেন, করেছেন আর যা যা তাঁরা করতে পারেন। ঈর্ষা নয়, আমরা গল্প উপন্যাসের বিরোধী নই, তবু বাংলাগানের স্বপক্ষে আমরা যাঁরা এটা তাঁদের অভিমানের উপলক্ষ্য। সঙ্গে সঙ্গে এটাও ঠিক এই ধরনের প্রচার ও মূল্যায়ণের সুযোগ থাকলে বাংলাগানের ইতিহাস রচনার আজ কিছু পুষ্টি পেতে পারত কিন্তু এসব পত্র-পত্রিকার বাইরেও তো আমাদের ছিল এক বিরাট লিটল ম্যাগাজিনের জগৎ ---- তাঁরা কী ভূমিকা নিলেন এই জরী বিষয়টায়? না এখানেও স্বস্তির কোনো অবকাশ নেই। একথা বলতে পারবনা নতুনগ ানের এই চরিত্রবদলের পাশাপাশি বাঙলাভাষায় লিটল ম্যাগাজিনগুলি তাদের কোনো স্বতন্ত্র অবস্থান গ্রহণ করতে পেরেছে। অথচ তাঁদের এটা করার যথেষ্ট সুযোগ ছিল। বাংলাগানের এর আগের পর্বটায়, রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ ব্যতিত্রম হিসেবে বাদ রাখলে, সাহিত্য পত্রপত্রিকার ভূমিকা নিছক গৌণই ছিল। এর একটা কারণ হতে পারে, সাহিত্যের অ াধুনিকতার সঙ্গে গানের আধুনিকতার একটা ফাঁক থেকে গিয়েছিল, যার ফলে মননশীল সাহিত্যপত্রগুলি এ ব্যাপারে একটু নাক উঁচু ভূমিকা পালন করে গেছে। বলা যায়না এই দুয়ের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হলে বাঙলাগানের শরীরে অনেক অ াগেই নতুন হাওয়া লাগতে পারত --- সে যাকগে, পুরোন কাসুন্দি ঘেঁটে লাভ নেই। তবু আফশোষ হয় বাঙলাগানের কবিতায় জীবনানন্দ দাসের আর্বিভাব ঘিরে যে উত্তেজনা ও সম্ভাবনা তা বুদ্ধদেব বসু ধরে রেখেছিলেন তার কবিতা পত্রপত্রিকার পাতায়, কিন্তু এরই প্রায় কাছাকাছি সময়ে বাঙলাগানে সলিল চৌধুরীর যুগান্তকারী আর্বিভাব, কিন্তু সেই ঘটনার স্মৃতি ও পর্যালোচনা কোথাও কি মুদ্রিত মূল্যায়ণে খুঁজে পাওয়া সম্ভব আজকে! অথচ যে ইতিহাসের কথা বারবার বলতে চাইছি আমরা, এরকম বিচ্ছিন্ন রচনাসূত্রকে গ্রন্থনা করে তার একটা আবছা অবয়ব অন্তত তৈরী করে নেওয়া অসম্ভব ছিল না। কিন্তু সেসব নিহিত সম্ভাবনাগুলিকে বাদ দিয়ে যদি একেবারে হাল আমলের কথাই ভাবি, যে সময়টার ব াঙলা আধুনিক গান কবিতার প্রায় হাতধরে ফেলেছে বলে আমরা অনেকেই মনে করি, সেখানেও কি আমরা লিটল ম্যাগা জিন মহলে কোনো অতিরিক্ত উত্তেজনার প্রকাশ দেখেছি? দুর্ভাগ্য আমাদের এর জবাবে না বলা ছাড়া আমাদের উপায় নেই। দু -একটা বিচ্ছিন্ন দৃষ্টান্ত বাদ দিলে এ ব্যাপারে অধিকাংশ লিটল ম্যাগাজিন নীরবতার ব্রতে আসীন। অথচ এরাই তনতম কোনো এক ফর্মার কবিতার বই এ নতুন ভাবনার ভ্রুণ আবিষ্কার করেন,জনপ্রিয় কবিকে নিয়ে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশে উদ্যোগী হন। অথচ পাশাপাশি দেবার কোন দায় তাদের নেই। অথচ যদি তারা এ নিয়ে কিছু পরিশ্রমী আলোচনা সন্নিবিষ্ট করতেন তাদের সাম্প্রতিক কোনো সংখ্যায় তবে কি তাদের পত্রপত্রিকাগুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে যেত? তবে আমরা এই সময়ের গানের একটা যোগ্য মূল্যায়ণ পেতে পারতাম এই সমস্ত কিছুর মধ্যবর্তিতায়, যা হয়ে উঠতে পারত ভবিষ্যৎ ইতিহ াসের উপাদান।

পাশাপাশি বাঙলা প্রকাশনা জগৎ এর কথা যত কম বলা যায় ততোই ভাল। বাঙলা বই এর ত্রমহ্রাসমান বাজারে টিকে থ াকতে গেলে চলতি হাওয়ার পন্থী না হয়ে উপায় নেই, সেখানে গান বিষয়ক প্রকাশনা নিয়ে মাথা ঘামাবার ফুরসত নেই। তাছাড়া আমরা এখনো গানকে যতোটা শোনার জিনিষ ভাবি, ততটা পড়ার বা আলোচনার জিনিষ বলে ভাবতে পছন্দ করিনা। এই জনমত ও অভ্যাসটাকে পাল্টে দেবার স্পর্ধা বাঙলা প্রকাশনার জগতের নেই। ফলে যে জায়গাটায় আমাদের প্রত্যাশাভঙ্গের সূত্রপাত তার কোনো পরিবর্তন খুব সহজে চোখে পড়ার মতো নয়।

ফলে আমাদের নিত্যদিনের গান শোনায়, উচ্ছ্বসিত অনুভবের প্রকাশের অন্তরালে কোথায় যেন একটা অপ্রাপ্তির বোধ অ

ামাকে বিষন্ন করে দেয়। শুনতে পাই ইদানিং কিছু গান বিষয়ক পত্রপত্রিকা নাকি অনিয়মিতভাবে প্রকাশ হচ্ছে ---- অনেকখানি অন্ধকারের মধ্যে সামান্য আলোর কথা, যদি এসব পত্রিকা গোষ্ঠী কোনো সদর্থক ভূমিকা পালন করতে এগিয়ে আসেন। সরকারি সহায়তায় প্রতি বছর গানমেলা বসছে কলকাতায়, নিছক ক থেকে চন্দ্রবিন্দু পর্যন্ত শিল্পীদের খোলামঞ্চে গান করতে দেবার সুযোগ নয় এই মঞ্চ থেকে আমরা চাইতে পারি আরো কিছু গান বিষয়ক আলোচনা, সে সঙ্গে কিছু প্রকাশনাও হোকনা সরকারি আনুকূল্যে ---- বিষয়টা কর্তৃপক্ষ ভেবে দেখতে পারেন।

সবশেষে একটা স্বপ্নের কথা। শিল্পী সুমন চট্টোপাধ্যায়ের মুখে শুনেছিলাম আমেরিকার এক এক অত্যাধুনিক সঙ্গীতসংগ্রহশালার কথা। সেখানে সযত্নে ধরা আছে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের অনুপুঙ্খ ইতিহাস। সেখানে ঘুরে ঘুরে দেখতে দেখতে আপনার যদি ইচ্ছা হয়পল সাইমন বা পিট সিগার বিষয়ে জানার, চলে আসুন এদের সময়কালের জন্য নির্দিষ্ট গ্যালারিতে, তারপর পিট সিগারের ছবির সামনে গিয়ে কানে হেডফোন লাগিয়ে নিন, আপনি শুনতে পাবেন তার গানের পূর্বাপর ইতিহাস, শুনতে পাবেন তার বিখ্যাত গানগুলি।

অভূতপূর্ব এক বন্দোবস্ত, দর্শক, শ্রোতা ও গবেষকের জন্য।

তথ্যপ্রযুক্তিতে কলকাতাকে দেশের সর্ব উচচস্থানে তুলে ধরার স্বপ্ন দেখাচ্ছেন যারা তাদের কাছে একটা ছোট্ট জিজ্ঞাসা, দেশের সাংস্কৃতিক রাজধানী হিসেবে কলকাতা কি এরকম একটা সংগ্রহশালার স্বপ্ন দেখতে পারেন?